মনোরমা বসু মাসীমা

সেলিনা হোসেন

তিনি শুধু মনোরমা বসু নন, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাসীমা শব্দটি। মানুষ তাঁকে মনোরমা বসু মাসীমা নামে জানে। তাঁর পরিচয় শুধু বরিশাল জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক, সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য এ দেশের মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয়।

তাঁর পৈত্রিক নিবাস বরিশাল জেলার বানারী পাড়া থানার অর্ন্তগত নরোদমপুর গ্রাম। তিনি ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম নীলকণ্ঠ রায়, মায়ের নাম প্রমদা সুন্দরী। ছোটবেলা থেকেই সংসারের নানা ধরণের দায়িত্ব পালন করে তিনি বড় হয়েছেন। সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি।

মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে বাঁকাই জমিদার বাড়ির বিপত্নীক জমিদার চিন্তাহরণ বসুর দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে শ্বশুরবাড়িতে যান। শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। স্বাধীন চিন্তায় কোন কিছু করার সুযোগ ছিলো না। এই পরিবেশের ভেতর মনোরমা বসু নিজ দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় বিরূপ পরিবেশ নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। স্বামীর অংশের জমিদারি দেখাশুনা করার ভারও নিজে গ্রহণ করে।

আট সন্তানের জননী ছেলেমেয়েদের মানুষ করার তাগিদে বরিশশহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। বাঁকাই গ্রামে ছেলেদের স্কুল থাকলেও মেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না। তা ছাড়া তৎকালে দেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার প্রবল ইচ্ছার কারণে তিনি গ্রামে বাস করতে চাননি। কারণ গ্রামে বাস করে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

মনোরমা বসু মাসীমা বরিশালে এসে স্বদেশী আন্দোলনে সরাসরি যোগদান করেন। তারও আগে নারী সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়ার বাসনায় তিনি বাঁকাই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন ' সরোজ নলিনী মহিলা সমিতি'র শাখা। এই সমিতির মাধ্যমে মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শিখিয়ে তিনি তাঁদের স্বাবলম্বী করার ব্রত নেন। সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করে তিনি আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। নিজের হাতে গড়া মহিলা সমিতির কাজের ধারা বদলে ফেলেন। তিনি সেলাই ও হাতের নানা কাজের বদলে মেয়েদের মাঝে চরকা ও তাঁতের কাজ চালু করেন। তিনি সমিতির মেয়েদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলে যে টাকা পান তা চরকা ও তাঁতের কাজে ব্যয় করেন। এভাবেই তিনি দেশের নারী সমাজকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ এবং স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন।

অশ্বিনী কুমার দত্তকে সভাপতি করে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের বরিশাল জেলা শাখা গঠিত হয়। মনোরমা বসু কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁর নিজের কথায় 'যোগ দিলাম কংগ্রেসে। কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মহিলা সমিতি গড়ে তুললাম। সারা দিন কত কাজ, একটুও সময় পাই না।' এভাবে কাজের মাঝে মনোরমা বসু মাসীমা ক্রমাগত মানুষের মাঝে মিশে যেতে থাকেন।

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। শ্লোগান একটাই, বৃটিশ আইন মানি না, মানবো না। সভায়, মিছিলে অগ্রভাগে থাকেন সবার প্রিয় মনোরমা বসু। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। ৬ মাস জেল হয়,সঙ্গে ১৫০ টাকা জরিমানা। তাঁকে বহরমপুর ও বরিশাল জেলে রাখা হয়।

এভাবে তিনি প্রবল সক্রিয়তায় দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক- সামাজিক কর্মকার্ন্ডে অংশ নিতে থাকেন। অব্যাহত, অক্লান্ত তাঁর প্রচেষ্টা। তিনি সমাজের পরিত্যক্ত মেয়েদের নিয়ে ' মাতৃমন্দির আশ্রম' গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কথা বরিশালের সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

১৯৪৮ সালে বরিশালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে গেলে তিনি প্রতিবাদ করে মিছিলে নেতৃত্ব দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেফতার করে সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। কারাভোগের মেয়াদ শেষ হলে তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯ ৫২ পর্যন্ত তিনি নিরাপত্তা আইনে আটক থাকেন। আবার ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিক ধরপাকড় শুরু হলে তিনি আত্মগোপন করেন।

এভাবেই কেটে যায় জীবনের শেষ দিনগুলো নানা দুর্যোগের ভেতরে, নানা সংকটে, নানা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে।'

তাঁর উদ্দেশ্যে জনৈক ভারতীয় লিখেছিলেন, 'বৃদ্ধা মনোরমা মাসীমা সমগ্র বাংলাদেশের, বঙ্গবন্ধু মুজিব থেকে শুরু করে বরিশালের চাষী ভাই পর্যন্ত–সকলের মাসীমা। সেই বৃটিশ আমলের কঠিন দিনগুলি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সুখে-দুঃখে সংগ্রাম করেই চলেছেন।'

১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর নবতিপর মনোরমা বসু মাসীমা নিজের হাতে গড়া মাতৃমন্দিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রেখে গেছেন আদর্শ এবং সমাজ ও মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার অনন্য দৃষ্টান্ত।